জুমার খুতবা

11/06/1443 H

সম্মানিত শায়খ ড.

আব্দুল মুহসিন বিন মুহাম্মাদ আল কাসেম

মসজিদে নববী শরীফের ইমাম ও খতীব

বিষয়

শিশু ও যুবকদের সাথে নবী সাঃ-এর আচরণ।

শিশু ও যুবকদের সাথে নবী সাঃ-এর আচরণ।

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.

অতঃপর, আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং গোপনে ও একান্তে তাঁকে সমীহ করে চলুন।

হে মুসলমানগণ!

আল্লাহ তায়ালা মানুষের জীবনের দু'টি দুর্বলতার মাঝে একটি শক্তি রেখেছেন; সেই শক্তিটিই পার্থিব জীবনের ভিত্তি এবং পরকালের মুনাফা। প্রথম দুর্বলতার পরের সেই শক্তিটিই হচ্ছে যৌবনকাল। এ সময়েই দৃঢ়তা ও উচ্চাকাঙ্খা প্রজ্জ্বলিত হয়। **যুগ যুগ ধরে তাদের উপকারিতাও অনেক বেশি। ইবরাহীম আঃ সম্পর্কে তার স্বজাতি বলেছিলঃ [আমরা এক যুবককে ওদের সমালোচনা করতে শুনেছি; তাকে বলা হয় ইবরাহীম।] সূরা আল-আম্বিয়াঃ ৬০। আর ইয়াহইয়া আঃ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ [আর আমি তাকে শৈশবেই দান করেছিলাম প্রজ্ঞা।] সূরা মারইয়ামঃ ১২। ইবনে কাসীর রহঃ বলেনঃ (অর্থাৎ জ্ঞান, বুঝ, দৃঢ়তা, স্থিরতা এবং কল্যাণমুলক কাজে অগ্রগামিতা ও এর উপর সচেষ্ট থাকা বুঝানো হয়েছে। ছোট বেলা থেকেই তিনি এসব গুণের অধিকারী ছিলেন।)**

আসহাবে কাহ্‌ফ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ [তারা তো ছিল কয়েকজন যুবক; তারা তাদের রবের উপর ঈমান এনেছিল এবং আমরা তাদের হেদায়াত বৃদ্ধি করে দিয়েছিলাম।] সূরা আল-কাহ্‌ফঃ ১৩। ইবনে কাসীর রহঃ বলেনঃ (আল্লাহ তায়ালা উল্লেখ করেছেন

যে, তারা কয়েকজন যুবক ছিল; বয়স্কদের চেয়ে তারাই সত্য গ্রহণে অগ্রগামী এবং সঠিক পথের হেদায়াতকামী। তাইতো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দাওয়াতে বিশ্বাস স্থাপনকারীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন যুবক।)

সাত শ্রেণীর মানুষ যাদেরকে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাঁর আরশের ছায়ায় আশ্রয় দিবেন, তাদের অন্যতম হল: (**সে যুবক যার জীবন গড়ে উঠেছে তার প্রতিপালকের আনুগত্যের মধ্যে।**) বুখারী ও মুসলিম।

তরুণ ও যুবক সাহাবীদের সাথে আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ-এর আচরণ ছিল খুবই মহান। তিনি তাদের প্রতি বিনয়তা দেখিয়েছেন, তাদের সাথে মেলামেশা করেছেন, সাক্ষাত করতে গিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন এবং তাদের হিম্মত বাড়িয়েছেন; ফলে তাদের মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম বের হয়েছে।

তাদের সাথে নবী সাঃ-এর বিনয় আচরণের অন্যতম উদাহরণ হল: (**তিনি যখন বাচ্চাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতেন তখন তাদেরকে সালাম দিতেন।**) সহীহ মুসলিম। ইবনে বাত্তাল রহঃ বলেন: (বাচ্চাদেরকে সালাম দেয়া রাসূলের সুমহান আদর্শ, উন্নত শিষ্টাচার ও বিনয়তার শামিল।)

তিনি তাদেরকে শিক্ষা প্রদানে খুবই আগ্রহী ছিলেন। জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ রাঃ বলেন: (আমরা নবী সাঃ-এর সাথে ছিলাম। তখন আমরা শক্তিশালী উঠতি যুবক ছিলাম -অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক-প্রায় ছিলাম-। ঐ সময়ে আমরা কুরআন শেখার আগে ঈমান শিখেছি। অতঃপর আমরা কুরআন শিখেছি এবং এর দ্বারা আমরা ঈমানকে আরো বৃদ্ধি করেছি।) সুনানে ইবনে মাজাহ।

তিনি তাদের হৃদয়ে আক্বীদাকে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করাতেন। ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন: (**একদিন আমি নবী সাঃ-এর পেছনে ছিলাম। তখন তিনি বললেন: "হে তরুণ! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি: তুমি আল্লাহর -বিধিনিষেধের- রক্ষা করবে, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহর -হক- রক্ষা করবে, আল্লাহকে তোমার সামনে পাবে। তুমি কিছু চাইলে একমাত্র আল্লাহর কাছেই চাইবে, আর কোন সাহায্য প্রার্থনা করলে কেবলমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে।...**) সুনানে তিরমিযি।

তাদেরকে শিক্ষাদানে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে তিনি আন্তরিকতা প্রকাশ করতেন। কখনো তাদের হাত ধরতেন; যেমন মুয়াজ রাঃ বলেন: **একবার রাসূল সাঃ আমার হাত ধরলেন, তারপর বললেন: (আমি তোমাকে ভালবাসি। মুয়াজ বললেন: আল্লাহর কসম! আমিও আপনাকে ভালবাসি। তিনি বললেন: আমি কি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিব না যা তুমি তোমার প্রত্যেক সালাতের পরে পাঠ করবে? মুয়াজ বললেন: হ্যাঁ। তিনি বললেন: তুমি পাঠ করবে:** اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِك **/অর্থ: হে আল্লাহ! আপনার স্মরণে, আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ও আপনার উত্তম ইবাদতে আমাকে সাহায্য করুন।**) হাদিসটি ইমাম বুখারী তার 'আদাবুল মুফরাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আবার কখনো তাদের হাত তিনি নিজের দু'হাতে নিতেন; যেমন ইবনে মাসঊদ রাঃ বলেন: (**রাসূল সাঃ আমার হাত তার উভয় হাতের মধ্যে নিয়ে আমাকে তাশাহুদ শিক্ষা দিয়েছেন, যেভাবে তিনি আমাকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন।**) বুখারী ও মুসলিম। আবার কখনো তিনি তাদের কাঁধে হাত রাখতেন; যেমন আব্দুল্লাহ বিন উমর রাঃ বলেন: (**একবার রাসূল সাঃ আমার কাঁধ ধরে বললেন: "তুমি দুনিয়াতে এমনভাবে বাস কর যেন তুমি একজন মুসাফির অথবা পথচারী।"**) সহীহ বুখারী।

শিক্ষাদানে তিনি স্নেহপরায়ণ হওয়ায় তারা নিজেরাই তার কাছে এসে বলতো 'আমাদেরকে শিক্ষা দিন'। ইবনে মাসঊদ রাঃ বলেন: (আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এ বাণী থেকে -অর্থাৎ কুরআন থেকে- শিক্ষা দিন। তারপর তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং বললেন: **নিশ্চয় তুমি তো একজন শিক্ষিত ছেলে হবে।**) মুসনাদে আহমাদ। তারপর তিনি এ উম্মতের একজন ক্বারী হয়েছিলেন।

তিনি ধৈর্যের সাথে তাদেরকে শিক্ষা দান করতেন। জাবের রাঃ বলেন: (**রাসূল সাঃ আমাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে 'ইস্তিখারা' শিক্ষা দিতেন, যেভাবে তিনি আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন।**) সহীহ বুখারী।

তাদের প্রতি তার স্নেহ বা ভালবাসার অন্যতম নমুনা হল: তিনি যখন সওয়ারীতে চড়তেন তখন তাদেরকেও পেছনে উঠিয়ে নিতেন- যদিও বড় বড় সাহাবাগণ উপস্থিত থাকতেন। "আরাফা থেকে মুযদালিফা পর্যন্ত উসামা রাঃ-কে তার পিছনে আরোহণ করান। এরপর মুযদালিফা হতে মিনা পর্যন্ত ফযল বিন আব্বাসকে তার পিছনে আরোহণ করান।" বুখারী ও মুসলিম।

তিনি তাদেরকে ইবাদত পালনে উদ্বুদ্ধ করতেন। একদিন আব্দুল্লাহ বিন উমর রাঃ-কে বললেন -তখন সে তরুণ ছিল-: (আব্দুল্লাহ লোকটি কতই না ভাল যদি সে রাত্রি বেলায় সালাত আদায় করত! এরপর থেকে আব্দুল্লাহ রাঃ রাতে খুব অল্প সময়ই ঘুমাতেন।) বুখারী ও মুসলিম।

তিনি তাদেরকে সুন্দর ভাষায় নির্দেশনা দিতেন। তিনি একদিন খুরাইম আসাদী রাঃ-কে বললেন: (হে খুরাইম! তুমি লোকটি কতই না ভাল যদি দু'টি অভ্যাস তোমার মধ্যে না থাকত! আমি বললাম: সে

দু'টি কী হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন: তোমার লুঙ্গি -টাখনুর নিচে- ঝুলিয়ে পরা এবং তোমার মাথার চুল লম্বা রাখা।) মুসনাদে আহমাদ।

তিনি তাদেরকে স্নেহ করতেন এবং তাদের পরিবারের খোঁজ-খবর নিতেন। মালেক বিন হুয়াইরিস রাঃ বলেন: (আমরা সমবয়সী কয়েকজন যুবক নবী সাঃ-এর নিকটে উপস্থিত হলাম। বিশ দিন ও বিশ রাত আমরা তার নিকট অবস্থান করলাম। তিনি ভাবলেন যে, আমরা আমাদের পরিবারের কাছে যেতে আগ্রহী। তাই তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন যে, আমরা পরিবারে কাদেরকে ছেড়ে এসেছি। আমরা তাকে জানালাম, আর তিনি ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু ও নম্র স্বভাবের। **অতঃপর তিনি বললেন: তোমরা তোমাদের পরিজনের কাছে ফিরে যাও; তারপর তাদেরকে -দ্বীন- শিক্ষা দাও, তাদেরকে -সৎকাজের- আদেশ দাও এবং তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছ সেভাবে সালাত আদায় করবে।**) বুখারী ও মুসলিম।

নবী সাঃ এমনই এক মহান ব্যক্তি যিনি বাচ্চাদের সাথে রসিকতা বা মজাও করতেন। মাহমুদ বিন রাবী রাঃ বলেন: (আমার মনে আছে, নবী সাঃ একবার আমার মুখমন্ডলের উপর কুলি করে দিয়েছিলেন। তখন আমি পাঁচ বছরের ছেলে ছিলাম। -অর্থাৎ: নবী সাঃ মুখে পানি নিয়ে মজার ছলে তা বাচ্চাটির চেহারার উপর নিক্ষেপ করেছিলেন।) বুখারী ও মুসলিম। এমনকি তিনি তাদের পাখির খবর নিতেন ও স্নেহ করে উপনামে ডাকতেন। আনাস রাঃ বলেন: (**নবী সাঃ আমাদের সাথে মেলামেশা করতেন, এমনকি আমার এক ছোট ভাইকে জিজ্ঞেস করলেন: হে আবু উমায়ের! কেমন আছে তোমার নুগায়ের -একটি ছোট পাখি-?**) বুখারী ও মুসলিম। ইবনে বাত্তাল রহঃ বলেন: (নবী সাঃ বাচ্চাদের সাথে রসিকতা ও কৌতুক করতেন

যেন এ বিষয়েও তাকে অনুসরণ করা হয়। বাচ্চাদের সাথে তার রসিকতার মধ্যে হৃদয়কে বিনয়াবনত রাখা ও তা থেকে অহংকার দূর করার শিক্ষা রয়েছে।)

তাদেরকে খাওয়ানোর জন্য তাদের হাত ধরে সাথে নিয়ে বাড়ি আসতেন। জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাঃ বলেন: (একদিন রাসূল সাঃ আমার হাত ধরে তার বাড়ি নিয়ে গেলেন। তারপর এক খন্ড রুটি সম্মুখে পেশ করলেন।) সহীহ মুসলিম।

কখনো তারা রাসূলের বাড়িতে প্রবেশ করলে তিনি তাদেরকে অভ্যন্তরীন কথা শুনায় সায় দিতেন। ইবনে মাসঊদ রাঃ বলেন: রাসূল সাঃ আমাকে বললেন: (আমার নিকট তোমার প্রবেশাধিকার হল পর্দা উঠানো থাকা -অর্থাৎ দরজার পর্দা উঠানো দেখলে তুমি কারো অনুমতি ছাড়াই প্রবেশ কর- এবং আমার আলাপচারিতা শুনতে পাওয়া, যতক্ষণ না আমি তোমাকে বারণ করি -প্রবেশ করতে-।) সহীহ মুসলিম।

তিনি তাদের সাথে আহার করতেন ও তাদেরকে আহারের আদব শিক্ষা দিতেন। উমর বিন আবু সালামা রাঃ বলেন: (**আমি রাসূলের তত্ত্বাবধানে ছিলাম। খাবারের পাত্রে আমার হাত ছুটাছুটি করতো -অর্থাৎ এর চারপাশে হাত ঘুরত-। রাসূল সাঃ আমাকে বললেন: হে বৎস! বিসমিল্লাহ বলে ডান হাতে খাবার খাও এবং তোমার পাশ থেকে খাও।**) বুখারী ও মুসলিম।

তরুণ ও যুবক সাহাবীদের দাওয়াতেও তিনি সাড়া দিতেন। আব্দুল্লাহ বিন বুছর রাঃ বলেন: (আহার গ্রহণের জন্য রাসূল সাঃ-কে ডাকতে আমার পিতা আমাকে পাঠলেন। তিনি আমার সাথে আসলেন। যখন বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছলাম, তখন আমি একটু দ্রুত এগিয়ে গিয়ে আমার বাবা-মাকে খবর দিলাম। তারপর তারা উভয়ে

বের হয়ে রাসূল সাঃ-এর সাথে সাক্ষাত করলেন ও তাকে স্বাগতম জানালেন।) মুসনাদে আহমাদ।

কোন তরুণ সাহাবীর অসুস্থতার খবর তার কাছে পৌঁছলে তিনি তাকে দেখতে যেতেন। যায়েদ বিন আরকাম রাঃ বলেন: (একদা আমি চক্ষুপ্রদাহে -চোখের এক ধরনের রোগ- আক্রান্ত হই। তখন রাসূল সাঃ আমাকে দেখতে আসেন।) মুসনাদে আহমাদ।

রাসূল সাঃ তাদের প্রত্যেকের প্রতিভা ও যোগ্যতার দিকে বিশেষ নজর দিতেন এবং এমন পরামর্শ দিতেন যাতে তার নিজের ও জাতির কল্যাণ রয়েছে। যখন তিনি সাঃ মদিনায় আগমণ করে দেখলেন যে, যায়েদ বিন সাবেত রাঃ খুব সুন্দরভাবে লিখতে পারে, সে সময় তার বয়স পনের বছরের মত ছিল, তখন তাকে ওহীর লেখক হিসেবে নিয়োগ দেন। তার তীক্ষ্ণ মেধা দেখে তাকে ইহুদীদের ভাষা রপ্ত করতে বললেন, যেন তাদের ভাষায় লিখিত বিষয়গুলো তার কাছে অনুবাদ করতে পারেন। যায়েদ রাঃ বলেন: (তারপর আমি তাদের লেখা শিখতে লাগলাম। পনের রাতের মধ্যেই তা আয়ত্ব করে ফেললাম। ফলে রাসূল সাঃ-এর কাছে তাদের লেখা চিঠি এলে আমি তাকে পড়ে শুনাতাম এবং তিনি উত্তরপত্র লেখানোর ইচ্ছা করলে আমি লিখে দিতাম।) মুসনাদে আহমাদ।

তিনি তার অল্প বয়সী সাহাবীদের নিকট থেকে কুরআন শিখতে উৎসাহ দিয়ে বলেছেন: (তোমরা চারজনের কাছে কুরআন শিখ: ইবনে উম্মে আব্দ -অর্থাৎ ইবনে মাসঊদ-, মুয়াজ বিন জাবাল, উবাই বিন কা'ব এবং আবু হুযায়ফার ক্রীতদাস সালেম।) বুখারী ও মুসলিম।

তিনি তাদের প্রশংসা করতেন ও তাদের মর্যাদা তুলে ধরতেন। আবু হুযায়ফার ক্রীতদাস ছোট বালক সালেম রাঃ চমৎকার কণ্ঠে

কুরআন পড়তেন। একদিন তার তেলাওয়াত শুনে রাসূল সাঃ বললেন: (**সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমার উম্মতের মধ্যে এরূপ ব্যক্তি সৃষ্টি করেছেন।**) সুনানে ইবনে মাজাহ। মুয়াজ রাঃ-এর মাঝে ফেকহী জ্ঞান দেখে বললেন: (**তাদের মধ্যে হালাল ও হারাম সম্পর্কে মুয়াজ বিন জাবাল সবচাইতে বেশি অভিজ্ঞ।**) মুসনাদে আহমাদ।

তিনি তরুণ ও যুবক শ্রেণীর সাহাবীদের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করতেন এবং সেভাবেই তাদেরকে সম্বোধন করতেন; যেন তার কাছে তাদের মর্যাদা কত তা সবার কাছে প্রকাশ পায়। তিনি যায়েদ বিন হারেসা রাঃ সম্পর্কে বলেন: (**সে আমার কাছে প্রিয় পাত্রদের একজন ছিল। তার মৃত্যুর পর এ হচ্ছে আমার প্রিয় পাত্রদের একজন -অর্থাৎ যায়েদের ছেলে উসামা-।**) বুখারী ও মুসলিম। কতিপয় বালক-বালিকা ও মহিলাদেরকে বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে ফিরতে দেখে বললেন: (**আল্লাহ জানেন, তোমরা আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ।**) বুখারী ও মুসলিম।

তিনি তরুণ সাহাবীদেরকে ভালবেসে ও সম্মান প্রদর্শন করে তাদের জন্য ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের দোয়া করতেন। ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন: (**একবার রাসূল সাঃ আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন: হে আল্লাহ! আপনি একে কিতাবের জ্ঞান দান করুন।**) সহীহ বুখারী। আনাস রাঃ-এর জন্য দোয়া করে বলেছেন: (**হে আল্লাহ! আপনি তার ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি বাড়িয়ে দিন ও তাতে তাকে বরকত দিন।**) বুখারী ও মুসলিম।

তিনি এদেরকে বিশ্বাস করে এদের কাছে গোপণ বিষয় শেয়ার করতেন। আনাস রাঃ বলেন: (আল্লাহর নবী সাঃ একবার আমার কাছে একটি বিষয় গোপনে বলেছিলেন। পরে আমি সেটা আর কাউকে জানাইনি। সে বিষয়ে উম্মে সুলাইম -আনাসের মা- আমাকে

জিজ্ঞেস করেছিলেন, কিন্তু আমি তাকেও বলিনি।) বুখারী ও মুসলিম।

তিনি তাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও দায়িত্ব দিতেন। তিনি আত্তাব বিন উসাইদ রাঃ-কে মক্কার আমীর নিযুক্ত করেন। ফলে আত্তাব রাঃ অষ্টম হিজরীতে মুসলিমদের নিয়ে হজ্জ পালন করে হজ্জের মৌসুম সম্পন্ন করেন। তখন তার বয়স হয়েছিল প্রায় বিশ বছর।

আবু হুরায়রা রাঃ-এর পর সবচেয়ে বেশি হাদিস বর্ণনা করেছেন কম বয়সী পাঁচজন সাহাবী: আনাস, জাবের, ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর ও আয়েশা রাঃ; এরা সবাই কম বয়সী সাহাবী ছিলেন।

বড় বড় বিষয়েও এমন কম বয়সী সাহাবীদের কাছে নবী সাঃ পরামর্শ চাইতেন। "আয়েশা রাঃ-এর উপর অপবাদের ঘটনার প্রক্কালে যখন ওহী আসতে বিলম্ব হচ্ছিল তখন রাসূল সাঃ পরামর্শ গ্রহণের জন্য আলী বিন আবু তালেব ও উসামা বিন যায়েদ রাঃ-কে ডেকে পাঠান।" বুখারী ও মুসলিম।

রাসূল সাঃ-এর মজলিসে বড় বড় সাহাবীদের উপস্থিতি সত্ত্বেও কম বয়সী সাহাবীদেরকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন ও সম্মান জানাতেন। (**একদা রাসূল সাঃ-এর নিকট কিছু পানীয় উপস্থিত করা হলে তিনি তা থেকে পান করলেন। তখন তার ডান পাশে ছিল এক ছেলে, আর বাম পাশে কয়েকজন বয়স্ক মানুষ। তিনি ছেলেটিকে বললেন: তুমি কি আমাকে এই পানীয় এদেরকে দেয়ার অনুমতি দিবে? ছেলেটি বলল: না। আল্লাহর শপথ! আপনার কাছ থেকে আমার প্রাপ্য অংশে আমি অন্য কাউকে অগ্রাধিকার দিব না। তারপর রাসূল সাঃ সেটা তার হাতে তুলে দিলেন।**) বুখারী ও মুসলিম।

তিনি তরুণ ও যুবকদের বিপদে আক্রান্ত হওয়ার বিষয়কে গুরুতর মনে করতেন। আনাস বিন মালেক রাঃ বলেন: (আনসারদের

সত্তর জন যুবক যাদেরকে 'ক্বারী' বলা হত, তারা মসজিদেই সময় কাটাত। এদের সকলকে নবী সাঃ এক প্রয়োজনে পাঠালেন। তারা বি'রে মাঊনা নামক এক কূপের কাছে আক্রমনের শিকার হন। তাই রাসূল সাঃ পনের দিন ফজরের সালাতে তাদের হত্যাকারীদের উপর বদদোয়া করেছিলেন।) মুসনাদে আহমাদ, তবে মূল বর্ণনাটি সহীহ বুখারী ও মুসলিমেও রয়েছে।

ইসলামের প্রথম দিকে যারা আগে ইসলাম গ্রহণ করেছিল ও নবী সাঃ-কে সহযোগিতা করেছিল তাদের অধিকাংশের বয়স (৮-১৩) আট থেকে তের বছরের মধ্যে ছিল; যেমন আলী, ত্বালহা, যুবাইর রাঃ।

যখন কুরাইশরা নবী সাঃ-কে মক্কা থেকে বহিষ্কার করার ইচ্ছে করেছিল, তখন মদিনা থেকে আনসারগণ তার কাছে এসেছিলেন। তাদের মধ্যে অর্ধেকই ছিল বয়সে তরুণ। তারা আকাবার সন্নিকটে রাসূলের কাছে দু'বার বায়আত গ্রহন করেছিলেন।

রাসূল সাঃ মদিনায় হিজরতের আগে মুসআব বিন উমায়ের নামে এক যুবককে সেখানে প্রেরণ করেন। যেন সে এখানকার অধিবাসীদেরকে কুরআন ও দ্বীনের শিক্ষা দেয়। তিনি এখানে এসে তার মত আরেক যুবক আসয়াদ বিন যুরারা এর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

রাসূল সাঃ যখন হিজরত করার দৃঢ় সংকল্প করেন, তখন যুবক আলী বিন আবু তালেব রাঃ-কে নির্দেশ দেন যেন তিনি হিজরত না করে থেকে যান- যতক্ষণ না রাসূলের কাছে গচ্ছিত মানুষের জিনিসগুলো তার পক্ষ থেকে তিনি (আলী) আদায় করে দেন।

তার হিজরতের পথেও তরুণ ও যুবকেরা তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল। তিনি যখন সঙ্গীকে নিয়ে গুহায় অবস্থান করছিলেন

তখন আব্দুল্লাহ বিন আবু বকর রাঃ তার কাছে মক্কাবাসীদের খবরাখবর পৌঁছাতেন। আয়েশা রাঃ বলেন: (সে ছিল যুবক, সুচতুর ও বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলে -অর্থাৎ বিচক্ষণ মেধাবী ছিল-।) সহীহ বুখারী। তাছাড়া ছোট কিশোরী আসমা রাঃ তাদের দুজনের কাছে খাবার ও পানীয় সরবরাহ করতেন।

তিনি মদিনায় পৌঁছলে সেখানকার কিশোর বালকেরা আনন্দে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছিল। বারা রাঃ বলেন: (বালক ও খাদেমগণ পথে পথে বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। তারা উচ্চস্বরে বলতে লাগল: হে মুহাম্মাদ হে আল্লাহর রাসূল! হে মুহাম্মাদ হে আল্লাহর রাসূল!) সহীহ মুসলিম।

তিনি সাঃ যখন মদিনায় স্থির হলেন, তখন মক্কা থেকে নবী সাঃ-এর সাহাবীগণ মদিনায় হিজরত করলেন; তারা ছিল যুবক শ্রেণীর। আনাস রাঃ বলেন: (নবী সাঃ -মদিনায়- আগমণ করলেন। এই সময় তার সাহাবীদের মধ্যে আবু বকর ব্যতীত সাদা কালো চুলওয়ালা -অর্থাৎ পাকা চুলওয়ালা- কেউ ছিলেন না।) সহীহ বুখারী।

বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে রাসূল সাঃ তার সাহাবীদেরকে আহবান করলেন। ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন: (তখন যুবকেরা এতে আগ্রহ প্রকাশ করল।) সহীহ ইবনে হিব্বান। হুনাইনের যুদ্ধে যুবক সাহাবীরা অস্ত্র ছাড়াই বেরিয়ে পড়েছিল।

রাসূল সাঃ মৃত্যুর আগে সিরিয়ায় রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বিশাল সৈন্য বাহিনী প্রস্তুত করেন এবং উসামা বিন যায়েদ রাঃ-কে এ বাহিনীর সেনাপতি নিয়োগ দেন। তখন তার বয়স ছিল সতের বছর।

বাচ্চাদের সাথে নবীজির অনন্য ব্যবহারের কারনে তারা তাকে অনেক ভালবাসত। তিনি যখন সফর শেষে ফিরে আসতেন, তখন

তারা তাকে অভ্যর্থনা জানাতে মদিনা থেকে বেরিয়ে পড়তো। সায়েব রাঃ বলেন: (তাবুক যুদ্ধ শেষে নবী সাঃ-এর আগমণ উপলক্ষ্যে তাকে অভ্যর্থনা জানানোর উদ্দেশ্যে অন্যান্য শিশুদের সাথে আমিও সানিয়্যাতুল বিদা পর্যন্ত গিয়েছিলাম।) সহীহ বুখারী। তারা রাসূলের সাথে তার বাড়িতে রাত্রি যাপন করত। রাবিয়া বিন কা'ব আসলামী রাঃ বলেন: (আমি নবী সাঃ এর সাথে রাত্রি যাপন করতাম। তখন তার অযুর পানি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস এনে দিতাম। তিনি বললেন: তুমি আমার কাছে কিছু চাও। আমি বললাম: জান্নাতে আমি আপনারা সান্নিধ্যে থাকতে চাই।) সহীহ মুসলিম।

এমনকি তারা যখন রাসূলের বাড়িতে ঘুমাতো, তাদের কেউ কেউ বিছানার উপর রাসূলের মাথার কাছে তার মাথা রেখে ঘুমাতো। (ইবনে আব্বাস রাঃ একদিন উম্মুল মু'মিনীন মাইমুনা রাঃ-এর ঘরে রাত কাটান। তিনি ছিলেন তার খালা। তিনি বলেন: অতঃপর আমি বিছানার প্রশস্ত দিকে শুলাম এবং রাসূল সাঃ ও তার স্ত্রী বিছানার লাম্বা দিকে শুলেন।) বুখারী ও মুসলিম।

অতঃপর হে মুসলমানগণ:

মহৎ ব্যক্তিদের চরিত্র যত উন্নত হয় ততই তা শিশুদের জন্য কোমল হয়। শিশুরা সৃষ্টিগতভাবেই তাদের ভালবাসা পায় যারা তাদের সাথে মিশে ও তাদেরকে শিক্ষা দেয়। কখনো কখনো তাদের মুখস্ত ও বুঝ শক্তি বড়দের চেয়েও তীক্ষ্ণ হয়। আর ইসলাম ধর্ম শিশুদের প্রকৃতিগত স্বভাবের অনুকূলে; তাই তারা এটাকে ভালবাসে এবং এর শিষ্টাচার ও বিধানগুলোকে পছন্দ করে। কাজেই নবী সাঃ-এর আচরণ ও নির্দেশনা তাদের জন্য সুশিক্ষা স্বরূপ। আর তাদেরকে হেয় জ্ঞান করা ও তাদেরকে অবজ্ঞা করা বুদ্ধিমানদের বৈশিষ্ট্য নয়।

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

﴿ لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا ﴾

অর্থ: [অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ; তার জন্য যে আশা রাখে আল্লাহ ও শেষ দিনের এবং আল্লাহকে বেশি স্মরণ করে।] সূরা আল-আহযাব: ২১।

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ...

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا.

হে মুসলমানগণ!

আল্লাহর রাসূল সাঃ-এর আদর্শই শ্রেষ্ঠ আদর্শ, তার পথ একটি পরিপূর্ণ পথ এবং তার আচরণ হল উন্নত আচরণ। আজকের শিশুরাই জাতির আশা ও ভরসা। কাজেই যে ব্যক্তি উঠতি প্রজন্মের কল্যাণ চায়, সে যেন এদের সাথে রাসূল সাঃ-এর আচরণকে গ্রহণ করে। ছোট ও যুবক সাহাবীদের প্রতি রাসূল সাঃ-এর বিশেষ মনযোগ থাকায় তাদের কাছে সঠিক জ্ঞান পৌঁছেছে এবং জাতি তাদের দ্বারা উপকৃত হয়েছে। শিশুদের প্রতি আল্লাহর অন্যতম অনুগ্রহ হল: তাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিতে এবং নবীদের আদর্শ ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার জন্য বিজ্ঞ আলেমের সহজলভ্যতা। কাজেই তাদের অভিভাবকদের উচিত তাদের জন্য সেই ব্যবস্থা করা।

অতঃপর জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে তাঁর নবীর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ...

সমাপ্ত

خطبة الجمعة

١٤٤٣/٠٦/١١ هـ

فضيلة الشيخ الدكتور

عبد المحسن بن محمد القاسم

إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف

بعنوان

هَدْيُ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ الصِّغَارِ وَالشَّبَابِ

مترجمة باللغة البنغالية